যায়যায়দিন

তারিখ 25 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ড. ইউনূসকে সমাবর্তন বক্তা না করার দাবি

কালো দিবস ঘোষণা ছাত্রদের বর্জনের হুমকি শিক্ষকদের

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

২৮ ফেব্রুয়ারি ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আগমন ঠেকাতে গতকালও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং নীল প্যানেলের শিক্ষকরা ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে কর্তৃপক্ষ এখনো এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি।

গতকাল মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে লিখিত বক্তব্যে ড. ইউনূসকে বাংলাদেশের শত্রু, সুদখোর মহাজন এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে অভিহিত করে প্রশ্ন রাখা হয়- দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ড. ইউনূস কিভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন। প্রেস কনফারেন্সে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ড. ইউনূসকে প্রত্যাখ্যান করে ২৮ ফেব্রুয়ারি কালো দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। দুপুরে প্রগতিশীল ছাত্রজোট নেতারা ভিসির সঙ্গে দেখা করে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ড. ইউনূসের আগমনের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করেন। জোট নেতারা বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যে ব্যক্তি শহীদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন না, তার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক চরিত্রের প্রতি ছাত্র সমাজের আস্থা নেই। নেতারা আরো বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর উন্মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে সোচ্চার ড. ইউনূসকে পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি ও হকার উচ্ছেদের বিষয়ে নীরব দেখা যায়। এ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের

পৃ২ ›› ক১

কালো দিবস ঘোষণা ছাত্রদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতারাও ভিসির সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানান। নেতারা অবিলম্বে ড. ইউনূসকে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

আওয়ামীপন্থী নীল প্যানেলের শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল ভিসির সঙ্গে দেখা করেন। শিক্ষকরা জানান, ড. ইউনূসকে ডক্টর অফ ল ডিগ্রি দিলে তাদের আপত্তি নেই। যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ ডিগ্রি পেতে পারেন, কিন্তু সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ড. ইউনূস এলে শিক্ষকরা অনুষ্ঠান বর্জন করবেন।

এ বিষয়ে প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির সমাবর্তন বক্তা হওয়া উচিত নয়। ছাত্র-শিক্ষকরা সমাবর্তনের জন্য আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। ফলে ছাত্র-শিক্ষকরা অনুষ্ঠান বর্জন করলে এটা হবে খণ্ডিত ও মূল্যহীন সমাবর্তন।

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ড. ইউনূসের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আগমনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নতুন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে জানিয়ে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে সমাবর্তনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, এর আগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমাবর্তন বক্তা হিসেবে ড. ইউনূসকে প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিয়েছে।

সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের মহড়া

সমাবর্তনের জন্য রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটির জিমনেশিয়ামে মহড়ায় উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সময় সমাবর্তনের জন্য সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট কস্টিউম নিয়ে যথাসময়ে হাজির থাকতে হবে।

যারা এখনো কস্টিউম ও উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করেননি তারা ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত টিএসসি থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবেন বলে ইউনিভার্সিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।